আলমডাঙ্গায় চাঁদাবাজি ও হুমকির শিকার ব্যবসায়ীর সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় কুবীর কসাই গংয়ের হুমকি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আলমডাঙ্গার ছত্রপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মিজানুর রহমান বলেন, তিনি দীর্ঘ বছর সৌদি আরব প্রবাসী ছিলেন। বিদেশ যাওয়ার আগে থেকেই তিনি বাড়ির পাশে একটি মুদি দোকান দিয়ে ব্যবসা করতেন। সৌদি আরব যাওয়ার পরও তার দোকান পরিবারের লোকজন চালু রেখেছিলেন। কয়েক মাস আগে তিনি বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আবারও ব্যবসা শুরু করেন।

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে কুবীর কসাই গং তাকে বিভিন্ন সময় হুমকি ধামকি দিচ্ছিল। গত ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি তার দোকানে বসে ছিলেন। এসময় কুবীর কসাই, শামীম, ডাবলু, লাল্টু, মিন্টু ও হান্নানসহ বেশ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে মুখ বেধে টর্চ লাইটের আলো জ্বালিয়ে তার দোকানে প্রবেশ করে। তারা ৫ লাখ টাকা চাঁদাদাবী করে এবং না দিলে জীবন নাশের হুমকি দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়েছে, জীবন বাঁচাতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। বাকি টাকার জন্য তারা ১৫ দিনের সময় দেয়। টাকা দিতে না পারায় তিনি বর্তমানে তার দোকানে বসতে পারছেন না। মিজানুর রহমান ও তার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছেন। এ বিষয়ে তিনি আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এবং আদালতে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এমতাবস্থায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন মিজানুর রহমান।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গায় বিএনপি নেতার সংবাদ সম্মেলন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির নেতা কামাল উদ্দিন।

তাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ প্রচারণার অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন গতকাল রবিবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

লিখিত বক্তব্যে কামাল উদ্দিন বলেন, তিনি বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও একজন সফল ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এলাকার অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে আসছেন, যার ফলে এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে স্থানীয় জামায়াতপন্থি একটি চক্র তাঁর জনপ্রিয়তা ও সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। ওই চক্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও কুরুচিপূর্ণ তথ্য প্রচার করছে।

কামাল উদ্দিন বলেন, এই অপপ্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি ইতোমধ্যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি সহকর্মী ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান।

দামুড়হুদায় জামায়াতে যোগদানের মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় বিএনপি’র ৯১ জন কর্মী সমর্থক জামায়াতে যোগদানের মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ ও মিথ্যাচারের প্রতিবাদে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত শুক্রবার কিছু অনলাইন ও পরদিন শনিবার স্থানীয় গণমাধ্যমে “চুয়াডাঙ্গার কাদিপুর গ্রামে বিএনপি নেতা নজির আহমেদ ও নূর ইসলামের নেতৃত্বে ৯১ জনের জামায়াতে যোগদান” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, উল্লেখিত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে জামায়েতের নেতা, কর্মী ও সমর্থক এবং তাদেরকে দিয়েই একটা যোগদান নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এর মধ্যে বিএনপি’র ৯ জনের নাম ব্যবহার করা হযেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি’র সক্রিয় সদস্য এবং দলের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতেও তারা দায়িত্বশীল ভূমিকায় রয়েছে। দলীয় নীতি ও আদর্শের সঙ্গে তারা সঙ্গতিপূর্ণ বা সক্রিয় রয়েছেন। বিএনপি’র তারা কেউই ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে জাতীয়তাবাদী আদর্শ, গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলন থেকে কোনো প্রকৃত নেতা-কর্মী বিচ্যুত হতে পারেন না। তবে যদি কেউ মনে করেন আমি আমার নীতি বা আদর্শ পরিবর্তন করব তাহলে তিনি করতে পারেন,

কোন বাধা নেই। ৮/১০ জন জামায়াতের লোক দিয়ে একটা যোগদান নাটক মঞ্চস্ত করিয়ে বিএনপি ও নির্দলীয় সাধারণ মানুষের নাম ব্যবহার করে মিথ্যাচার করা হয়েছে। এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে জামায়াতের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বিএনপিকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল করার চেষ্টা করছে যা আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করছি।

আমরা সাংবাদিক ভাইদের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি, যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো প্রকার বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার না করার জন্য।

এছাড়া, উপজেলা বিএনপি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে, দামুড়হুদা উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিএনপি’র সাংগঠনিক কার্যক্রম এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও গতিশীল। জনগণ আজ পরিবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন অনলাইন ও পত্রিকায় যাদের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল তাদের একজন বাদে সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং তারা দাবি করেন তারা বিএনপি’র রাজনীতির সাথে জড়িত এবং তারা কেউই বিএনপি থেকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করে নাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসার আবুল হাসেম, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম সহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশিত সংবাদে বিএনপি’র যে ৯জন নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে ৮জন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং অসুস্থতার জন্য ১ জন উপস্থিত হতে পারেননি। উপস্থিত ৮ জন হলেন সোহরাব হোসেন, মমিন, খাজা, বাদশা, বখতিয়ার, মাহাতাব, কদর ও আশা মিয়া।

সংবাদ সম্মেলনে এ ৮ জনের সকলে বলেন, আমরা সারা জীবন বিএনপি করে আসছি এখনো বিএনপিতেই আছি। আমরা কেউ জামায়াতে যোগদান করিনি। জামায়াত আমাদের জড়িয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেছে।

আলমডাঙ্গায় আদালতের রায় পেয়েও জমির দখল না পেয়ে সংবাদ সম্মেলন

আদালতের রায় পাবার পরও জমি দখল না পাওয়ায় বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে উপস্থিত সংবাদকর্মীদের নিকট লিখিত অভিযোগ পাঠ করেন আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত আরশেদ আলির ছেলে আলি আকবার।

তিনি লিখিত সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর নতুন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ৪২৬ নং খতিয়ানের ১০৩১৪ নং দাগে ১৭ শতক জমি রয়েছে। ওই জমির মালিকানায় রয়েছে মৃত আরশেদ আলি গং। ওই জমি আওয়ামীলীগ সরকার থাকাকালীন গোবিন্দপুর গ্রামের যুবলীগ নেতা সাদেকুর রহমান পলাশ, লাভলু ও শামিমের নেতৃত্বে জবর দখল হয়। তারপর বাধ্য হয়ে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করি। গত দুই বছর মামলা চলার পর আদালত আমার পক্ষে রায় দেন। রায় বুঝিয়ে পাবার পর ওই রায়ের একটি কপি আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট জমা দি।

তিনি আরও বলেন, রায়ের কপি পাবার পর থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জবর দখলকারী সামিমকে প্রকৃত মালিককে জমি বুঝিয়ে দিতে বলে। সামিম জমি দখল না দিয়ে অন্য জমির দাগ দেখিয়ে সামিমের নির্দেশে সাদেকুর রহমান পলাশের স্ত্রীকে দিয়ে একটি মিথ্যে মামলা দায়ের করে। যার সাথে আমার দখলীয় জমির কোন মিল নেই।

এছাড়া সামিম স্থানীয় জামায়াত নেতার মাধ্যমে আলমডাঙ্গা থানাতেও একটি মিথ্যে লিখিত অভিযোগ করে। থানা পুলিশ আমার কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে তারাও আমার পক্ষে রায় দেন। এমনতবস্থায় গত ২৯ শে সেপ্টেম্বর আমার কাছে ঘর ভাড়া নেবার জন্য সালিশ বসে। কিন্তু ওই শালিসে চুক্তি বিহীন ভাড়া দাবি করলে আমি রাজি না হওয়ায় তারা ২০/২৫ জন জামায়াত নেতা শফিকুল আলম বকুল ও সামিমের নেতৃত্বে দুলুসহ কয়েকজন আওয়ামীলীগের সদস্য আমার বসতবাড়িতে উপস্থিত হয়ে গালিগালাজ ও হুমকি ধামকি দেয়।

এমতাবস্থায় আমি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

গাংনীতে সার বিতরণ নিয়ে বিএনপি নেতা আখেরুজ্জামানের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাড়াডোব গ্রামে সরকারি সার বিতরণে একটি পক্ষ প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানক্ষুন্নের চেষ্টা করছে দাবি করে জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান সংবাদ সম্মেলন করেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাড়াডোব গ্রামে তার নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি লিখিত বক্তব্য বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। এতে মূল ঘটনা গোপন রেখে আমাকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাস্তবে আমি একজন ভুক্তভোগী। গাড়াডোব একটি কৃষিপ্রধান গ্রাম। এ মাসে সরকারিভাবে বিসিআইসি ডিলার ও সাব-ডিলারের মাধ্যমে দুই উৎস থেকে মোট ৩৬ বস্তা সার পাওয়া যায়। এছাড়াও বিএডিসি ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সারগুলো একত্র করে, কৃষকদের প্রয়োজন ও জমির প্রস্তুতির ভিত্তিতে ধাপে ধাপে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যাদের আগে প্রয়োজন তাদের আগে ও যাদের পরে প্রয়োজন তাদের পরে সার দেওয়া হচ্ছে। এটি কোনো একক সিদ্ধান্ত নয়— কৃষি অফিস, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ও কৃষকদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতীতে এ নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তাই এ মাসে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও প্রকৃত কৃষকদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সবাই মিলে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। তবু কিছু মহল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংবাদটি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। এতে এলাকাবাসী বিভ্রান্ত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক, স্থানীয় কৃষক আবুল হোসেন, আবিদুল হক, আব্দুস সালাম, ফরিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিয়ম বহির্ভুত কমিটি বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অনুমোদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা দল। আজ শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ঝিনাইদহ শহীদ জিয়াউর রহমান ল কলেজের অধ্যক্ষ বীরমুক্তিযোদ্ধা এস এম মশিয়ুর রহমান। এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল আলীম, গোলাম মোস্তফা লোটন, মোঃ রেজাউল ইসলাম, মোঃ ইসরাইল হোসেন, সিদ্দিকুর রহমান ও লিয়াকত আলীসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধারা উপিস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, দেশের সরকার পরিবর্তন হলেও “দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবন বাজি রাখা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না।”

অভিযোগ করা হয়, গত ৫ জুলাই কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভায় স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়, জেলা কমান্ড গঠন করতে হবে উচ্চতর ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। যেখানে একাধিক কমিটি থাকবে, সেখানে সমঝোতা অথবা কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠনের কথা বর হয়। এছাড়া বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কিংবা অবৈধ সুবিধাভোগীদের বাদ দেওয়ার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু এসব নির্দেশনা উপেক্ষা করে ঝিনাইদহ জেলা কমান্ড গঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মুক্তিযোদ্ধারা।

অভিযোগে দাবী করা হয়, অনুমোদিত কমিটির ১ নং আহ্বায়ক, ২ নং যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব এই তিনজনের কেউই উচ্চতর ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা নন। বরং তাঁরা বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ

ছিলেন এবং অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন।

এছাড়া জেলার পক্ষ থেকে চারটি কমিটি জমা দেওয়া হলেও প্রাণিত তিন কমিটির কাউকে না জানিয়ে গোপনে একটি প্যানেল থেকে কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। ঘোষিত কমিটির আহ্বায়কের ছেলে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের নিয়ান্বিত মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সদস্য সচিব ছিলেন। উপরন্তু ঘোষিত কমিটির ১১ সদস্যের মধ্যে ছয়জনই পদত্যাগ করেছেন, ফলে গঠিত এই কমিটির কোনো বৈমতাই নেই।

সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, “বর্তমান জেলা কমার অবৈধ। অনিত্বে এ কমিটি বাতিল করে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। নইলে যে কোনো পরিস্থিতির দায় কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলকেই বহন করতে হবে।

মেহেরপুরে জেমসের কনসার্টের অনুমোদন না দেওয়ায় সংবাদ সম্মেলন

জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী গুরু জেমসের কনসার্টের প্রশাসনিক অনুমোদন না পাওয়ায় সংবাদ সম্মেলন করেছে সূর্য ক্লাব মেহেরপুর। আজ শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে ক্লাবের পক্ষ থেকে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে সূর্য ক্লাবের সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি জানান, ক্লাবের গ্র্যান্ড ওপেনিং সেরিমনি উপলক্ষে আগামী ১০ অক্টোবর শহরের উপকণ্ঠে গোভিপুর স্কুল মাঠে “গুরু জেমস লাইভ ইন মেহেরপুর কনসার্ট ২০২৫” আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়। ইতিমধ্যে নগর বাউল ব্যান্ডের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা গত ১০ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করি। জেলা প্রশাসক আবেদনটি পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরণ

করেন। তবে এখনো পর্যন্ত অনুমোদন মেলেনি। এরই মধ্যে কনসার্টের প্রচার-প্রচারণা ও টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক সহযোগিতা না পাওয়ায় আমরা হতাশ। মেহেরপুরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এই কনসার্টকে ঘিরে।

অনুষ্ঠানস্থল ও শিল্পীদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ, সেনাবাহিনী, র্যাব, আনসার সদস্য, ফায়ার সার্ভিস, জরুরি মেডিকেল টিম, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, বিএনসিসি, রেডক্রিসেন্ট, স্কাউটসহ বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক কাজ করবে। দর্শকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পানির বোতল, লাইট, ধাতব জিনিস, মাদকদ্রব্য, সিগারেট ও পুরুষ দর্শকদের ব্যাগ বহন নিষিদ্ধ থাকবে।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের প্রতি কনসার্টের অনুমোদন এবং জেমসের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছে। এসময় জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ, ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাসিম রানা বাঁধনসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে বসত বাড়ির দ্বিতীয় তলা নির্মাণ কাজে বাঁধা দেওয়ায় সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছে নুর ইসলাম নামের এক ব্যক্তি। আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে তার নিজ বাড়ির সামনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নুর ইসলাম নতুন শেখ পাড়ার বাসিন্দা।

নুর ইসলাম তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত ২১ আগষ্ট আমার নামে বাড়ি নির্মাণ কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করে শারমিন সুলতানা নামের এক নারী। শারমিন সুলতানা আমার সম্পর্কে সাংবাদিকদের যে তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা বলেছে।

শারমিন, লিপি আক্তার, মিঠুন এবং রিমা খাতুন আমাকে হুমকি-ধামকি দেয়। রিমা বলে, আমাদের পরিবারে আমার স্বামী, ভাই, দুলাভাই, চাচাসহ অনেকে পুলিশে চাকরি করে। সেজন্য তারা ক্ষমতা দেখায়। শারমিনের স্বামী মিঠুন ফেসবুকে বিভিন্ন সময় আপত্তিকর বক্তব্য প্রচার করে যা মানহানিকর।

তারা পৌরসভার প্লান মোতাবেক বাড়ি নির্মাণ না করাই পৌরসভাতে আমি লিখিত অভিযোগ করি। অভিযোগ করার কারণে তারা আমাকে হুমকি-ধামকি দেয় এবং গালিগালাজ করে। এছাড়াও তার আত্মীয় স্বজন পুলিশে চাকরি করে এবং আমাকে দেখে নেবে বলেও হুমকি দেয়। এ বিষয়ে আমি সদর থানায় একটি জিডি করি। যার নং-১৫৭৮।

পৌরসভা আমাদের উভয়পক্ষকে মীমাংসার জন্য ডাকে কিন্তু তারা পৌরসভার আদেশ অমান্য করে বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করে। অবশেষে আমি বিজ্ঞ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করি। আদালত থানার মাধ্যমে ১৪৫ ধারা জারি করে। আদালত নির্দেশ দেয় মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকবে। পরে সদর থানার এসআই দেবদাস মন্ডল এসে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। তার বাড়ি নির্মাণ করার সময় বাড়ির পিলার সঠিক জায়গায় থাকলেও উপরের ছাদ ১৮ ইঞ্চি বাড়িয়ে দিয়েছে। যা আমার সীমানার কাছাকাছি চলে এসেছে।

আমি এই ঘটনার সুষ্ঠ সমাধান চাই এবং আদালতের মাধ্যমে এর সমাধান চাই। আদালত যে সিদ্ধান্ত দেবে সেটিই আমি মেনে নেব।

মেহেরপুরে বাড়ি নির্মাণ কাজে বাধা দেওয়ায় সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে বসতবাড়ির দ্বিতীয় তলা নির্মাণ কাজে বাধা দেওয়ায় সংবাদ সম্মেলন করেছেন শারমিন সুলতানা নামের এক ভুক্তভোগী নারী।

শারমিন সুলতানা মেহেরপুর শহরের নতুন শেখপাড়া প্রবাসী মিথুন আলীর স্ত্রী।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ভুক্তভোগী তার বাড়িতে এই সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ৩ বছর পূর্বে মেহেরপুর পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্ল্যান অনুমোদনের মাধ্যমে কোনো প্রকার অভিযোগ ছাড়া বাড়ির পোতা ও এক তলার কাজ শেষ করি। গত ৬ এপ্রিল দ্বিতীয় তলার পিলারের কাজ শেষ করে শাটারিংয়ের কাজ করার সময় প্রতিবেশী আব্দুল আজিজের ছেলে নুরুল ইসলাম পৌরসভায় নির্মাণ কাজ বন্ধ করার অভিযোগ করে। তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে পৌর কর্তৃপক্ষ অভিযোগের বিষয়ে সত্যতা সম্পর্কে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা ও সমাধানের জন্য বিষয়টি সরেজমিন তদন্ত করে।

গত ১৩ মে পৌরসভা শাটারিংয়ের কাজের জন্য মৌখিকভাবে সিদ্ধান্ত দেয়। সে মতে ১৪ মে থেকে আবারও শাটারিংয়ের কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু নুরুল ইসলাম হঠাৎ করে সন্ত্রাসী দলবল নিয়ে এসে কাজের শ্রমিকদের হুমকি-ধমকি দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে সে আদালতে ১৪৫ ধারা মতে একটি পিটিশন দায়ের করে। যার নং-২৪১/২৫।

এ বিষয়ে পৌর ভূমি অফিস তদন্ত প্রতিবেদনে জানায়, উভয় পক্ষ নিজ নিজ জমিতে বসবাস করছে। কারও জমি কারও ভিতরে নেই। কিন্তু ওই পিটিশনের প্রেক্ষিতে সদর থানার এএসআই দেবদাস কুমার আমাদের কাজে বাধা প্রদান করে এবং কাজের শ্রমিকদের হুমকি-ধমকি প্রদান করে।

এএসআই দেবদাস কুমারের প্রত্যক্ষ মদদে ও তার উপস্থিতিতে নুরুল ইসলাম আমার সমস্ত নির্মাণ সামগ্রী ফেলে দেয় এবং মিস্ত্রিদের হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুমকি প্রদান করে। শুধু তাই নয়, সে রাস্তা বন্ধ করে আমার চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং রাস্তার উপর ম্যানহোল বসিয়েছে। আমি একজন নারী। আমার স্বামী প্রবাসী হওয়ার সুবাদে নুরুল ইসলাম বিভিন্নভাবে আমার ওপর জুলুম-অত্যাচার করছে। আমি এর সঠিক বিচার প্রার্থনা করছি।

ইসলামী শিল্পীগোষ্ঠি কলরবকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইসলামী সংগীত পরিবেশক দল ‘কলরব’ এখন আর শুধু সংগীতের নাম নয়, বরং এক চরম বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবার অভিযোগ করছে, কলরবকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শত শত কোটি টাকার এক দুর্নীতির সাম্রাজ্য।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে মরহুম আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার বড় ভাই মোঃ শামসুল আলম।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যানের মধ্যে আইনুদ্দীন আল আজাদের স্ত্রী উম্মে হাবিবা, শ^শুর গোলাম নবী, ছেলে গালিব বিন আজাদ, বড় মামা সাইফুল ইসলাম ও ছোট মামা শহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বড় ভাই মোঃ শামসুল আলম বলেন, কলরব তার ভাইয়ের হৃদয়ের সংগঠন ছিল, যেটি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন নিষ্ঠা ও শ্রম দিয়ে। কিন্তু আজ সেই সংগঠনটি অফিস বয় বদরুজ্জামান ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের হাতে পড়ে লুটপাটের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর মোবাইল ফোনে কলার টিউন ও রিং ব্যাক টিউন হিসেবে কলরবের গজল ব্যবহারে বিপুল অর্থ আয় শুরু হয়, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের কাছে সে আয়ের কোনো হিসাব কখনোই আসেনি। বরং কৌশলে সংগঠনের সমস্ত আয় এবং মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন বদরুজ্জামান। এমনকি প্রতিষ্ঠানের নামে আসা স্পন্সর, অনুদান, কনটেন্ট আয়ের সমস্ত কিছুই জমা হয় এখন তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ‘হলিটিউন’-এর নামে।

সংবাদ সম্মেলনে তার স্ত্রী উম্মে হাবিবা বলেন, তার সন্তানরা আজ এতিম। তারা কলরবের প্রতিষ্ঠাতার উত্তরসূরি হয়েও কোনো সম্মান, কোনো আর্কি সুবিধা তো দূরে থাক, বরং সবদিক থেকেই বঞ্চিত। অথচ যারা একসময় অফিস বয়ের দায়িত্বে ছিলেন, তারা এখন একের পর এক ফ্ল্যাট, গাড়ি, প্রোডাকশন হাউজের মালিক।

সংবাদ সম্মেলনে আজাদের পরিবার দাবি করে, কলরবের বর্তমান নির্বাহী পরিচালক বদরুজ্জামান এবং প্রধান পরিচালক রশিদ আহমদ ফেরদৌস শুধু সংগঠনের অর্থ আত্মসাৎ করেননি, বরং প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি, শ্রম ও সুনামকেও ব্যবহার করেছেন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পেছনে। সংগঠনের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের নাম বদলে ‘হলিটিউন’ করে ফেলা হয়েছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব শুধু গোপনই নয়, বরং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অন্যান্য সদস্যদের মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে মাসোহারা, উপহার এবং হুমকির মাধ্যমে।
আজাদের পরিবারের ভাষ্য, কলরব প্রতিষ্ঠার সময় যারা ছিলেন, তাদের অনেকেই আজ সংগঠন থেকে বিদায় নিয়েছেন, কেউ কেউ চুপ থাকেন নিরুপায় হয়ে। যারা প্রশ্ন তুলেছেন, তারা একে একে বহিষ্কৃত হয়েছেন। অথচ সংগঠনের আয় বছরের পর বছর ধরে বেড়েছে মোবাইল ফোন কোম্পানি, কর্পোরেট স্পন্সর, ইউটিউব এবং ফেসবুক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এসব থেকে সংগঠনের তেমন কোনো স্থায়ী সম্পদ তৈরি না হলেও বদরুজ্জামান ও তার ঘনিষ্ঠজনরা হয়েছেন শত কোটি টাকার মালিক, যা তদন্ত করলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০০৪ সালে ইসলামী শিল্পীগোষ্ঠি ‘কলরব’ প্রতিষ্ঠা করেন আইনুদ্দীন আল আজাদ। ২০১০ সালে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে কলরব শিল্পীগোষ্ঠি বদরুজ্জামান ও রশিদ আহম্মেদ ফেরদৌস পরিচালনা করে আসছেন।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কথা ছিল শিল্পীগোষ্ঠি কলরব থেকে উপার্জিত অর্থ তার পরিবারকে প্রদান করা হবে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান থেকে কোটি কোটি আয় হলেও আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবারকে কিছুই দেওয়া হয় না। উপরন্ত জালিলয়াতির মাধ্যমে শিল্পীগোষ্ঠি সমস্ত সম্পদ নিজেদের নাম করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, শিল্পীগোষ্ঠি কলরবের অফিস বয় বদরুজ্জামান ইউটিউব, ব্রাইট সলিউশন মাল্টিমিডিয়া লিমিডেট ও হলি টিউনসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে ঢাকায় একাধিক ফ্ল্যাট, প্রবাসি সিটি, হেলিকপ্টারসহ গ্রুপ অব কোম্পানীর শীর্ষ শেয়ারদারী মালিক। অথচ আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবার আজ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন, স্ত্রী ও সন্তানরা আর্থিক কষ্টে ভুগছেন।